

শিক্ষক নির্দেশিকা

চতুর্থশ্রেণি

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি

এফআইভিডিবি,
খাদিমনগর, সিলেট

প্রকাশকাল: ২০১৪

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা
১.	শ্রেণি পরিচালনার সাধারণ নিয়ম	১
২.	শিশুর আচরণ	২
৩.	শেখার নীতি	৩
৪.	সাপ্তাহিক রুটিন	৪
৫.	সাপ্তাহিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (হাজিরা ডাকা, পাঠ উপস্থাপন, দল বিভাজন, দলীয় কাজে শিক্ষকের সহায়তা, পাঠ যাচাই, বাড়ির কাজ, মানসাক্ষ, শ্রুতিনিপি, বিনোদন, সৃজনশীল কাজ, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠাগার)	৫-৭
৬.	বিষয়ভিত্তিক পাঠদান (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম)	৮-১৩
৭.	মূল্যায়ন	১৪
৮.	মানসাক্ষ বিষয়ক কয়েকটি খেলা	১৫, ১৬
৯.	ব্রেইনজীম	১৭
১০.	ছড়া (বাংলা ও ইংরেজি)	১৮-২১
১১.	কবি পরিচিতি	২২, ২৩

শ্রেণি পরিচালনার সাধারণ নিয়ম

শ্রেণি পরিচালনায় শিক্ষককে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এগুলো শ্রেণি কার্যক্রমে শিশুকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা ও শিশুর কাজকে ফলপ্রসূ করার পাশাপাশি শিশুনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়তা করে।

ক. শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি

দিনের শুরুতেই শিক্ষককে একটি সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। হাজিরা ডাকা, কুশল বিনিময়, সময় মতো বিদ্যালয়ে আসা, আগের দিনের অনুপস্থিতি শিশুর সাথে অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কথা বলা - এগুলো হলো সাধারণ উদ্যোগ। এ ছাড়া শিশুদের বসার ব্যবস্থা ঠিক করা, উপকরণ প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি শিশুদের জন্য একটি সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে। কোনো বিশেষ প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেতে এবং ফিরে আসতে শিক্ষকের অনুমতি নিতে হয় বিষয়টিও শিশুদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

খ. আত্মহ তৈরি

প্রকৃত অর্থে যে কোনো পাঠে শিশুদের আত্মহ তৈরির জন্য শিক্ষককে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেটি হতে পারে শিশুদের প্রতি শিক্ষকের বন্ধুসুলভ আচরণ, আকর্ষণীয় শিশু উপকরণ ব্যবহার করা, পাঠের কার্যাবলিতে বৈচিত্র্য আনা, শিশুদের জন্য উপযোগী এবং তাদের জ্ঞান সীমার ভেতর থেকে নানা উদাহরণ দেওয়া ইত্যাদি। শিক্ষকের এই সব কৌশল শিশুদের মধ্যে পাঠের প্রতি আত্মহ তৈরিতে সহায়তা করে।

গ. শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

একটি পাঠ ফলপ্রসূ করার জন্য যে কাজটি শিক্ষককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, তা হলো শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ। যাদের উদ্দেশ্যে কাজ, সে কাজে তাদেরই যদি অংশগ্রহণ না থাকে, তাহলে কাজটি কখনই অর্থবহ হয় না। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক পাঠের বিস্তারিত বর্ণনায় এ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ঘ. যোগ্যতা অর্জন

প্রতিদিনের প্রতিটি পাঠে শিশুরা যে সকল যোগ্যতা অর্জন করার কথা তা যাতে শিশুরা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে সে বিষয়টি শিক্ষককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে প্রতিদিনের পাঠগুলো ঠিক সে আঙ্গিকে সাজাতে হবে এবং সকল কার্যাবলি নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ. পাঠ যাচাই

প্রতিটি পাঠ শিশুরা কতটা আয়ত্ব করতে পারলো, পাঠের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হল তা শিক্ষককে পাঠ চলাকালীন এবং পাঠ সমাপান্ডে শিশুদের যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয়। ফলে শিক্ষক পরবর্তী পাঠে অগ্রসর হবেন না কি একই পাঠ পুনরালোচনা করবেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

চ. নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশুদের সাহায্য করাই নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক পাঠ যাচাইয়ের সময় শিশুদের কাজ দিয়ে এবং প্রশ্ন করে বুঝতে পারেন কে কেমন পারছে। তার কাছে যাদেরকে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশু বলে মনে হবে, তাদের তিনি প্রতিদিনই শিখতে সাহায্য করবেন। নিরাময়মূলক ব্যবস্থার বাধা ধরা কোনো নিয়ম নেই, তবে কোনো বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দেয়া, উদাহরণ দেয়া, ভেঙে ভেঙে শেখানো এবং বারবার চর্চা করানোর মাধ্যমে শিশুদের শিখতে সাহায্য করা যেতে পারে।

শিশুর আচরণ

শ্রেণিকক্ষে শিশুদের যে সব আচরণ পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো:

১. পাঠে অমনযোগী থাকে।

২. শিশুরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দুষ্টুমীতে লিপ্ত থাকে।
৩. যথাযথভাবে শ্রেণির কাজ না করে অযথা সময় নষ্ট করে।
৪. শিক্ষকের অনুমতি ছাড়াই শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়, আবার শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসে।
৫. নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে স্কুলে আসে।

শিক্ষকের করণীয়

শ্রেণিকক্ষে শিশুরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকে যা শ্রেণিকার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে শিক্ষককে কিছু করণীয় নির্ধারণ করতে হবে যা প্রয়োগ করে তিনি সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে শ্রেণি পরিচালনা করতে সমর্থ হন। নিচে শিশুর আচরণে শিক্ষকের কী কী করণীয় আছে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো:

কাজ দেয়া: যদি শ্রেণিকক্ষে শিশুরা অমনযোগী হয় তবে তাদেরকে নির্দিষ্ট কাজটি করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। এতে করে শিশুরা শিক্ষকের দেয়া কাজের প্রতি মনযোগী হবে।

কাজ শেষে অন্যকে সাহায্য: অনেক সবল শিশু শিক্ষকের দেয়া কাজ একটু আগে শেষ করে ফেলে। কাজ শেষ করে তারা বসে থাকে অথবা অন্যদের সাথে দুষ্টুমীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এসব শিশুদেরকে যদি অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের কাজ দেখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাহলে তারা দুষ্টুমী করার পরিবর্তে বন্ধুদের কাজে সাহায্য করায় ব্যস্ত থাকবে। ফলে দুর্বল শিশুরাও উপকৃত হবে। এ কৌশলটি শিক্ষক অবলম্বন করলে শিশুদের দুষ্টুমী পরোক্ষভাবে অনেকাংশে কমে আসবে।

নিয়ন্ত্রণ: শ্রেণিকক্ষে অনেক শিশু আছে যারা নিয়মিত দলীয় কাজ এবং পাঠে অমনযোগী থাকে। এতে করে শ্রেণি পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটে। এক্ষেত্রে এসব শিশুদের সামনের সারিতে বসাবেন, বেশি বেশি পড়া জিজ্ঞাসা করবেন তবে শ্রেণির পরিবেশ অনেকটাই শান্ত থাকবে এবং শ্রেণি পরিচালনাও সহজ হবে। এছাড়া শ্রেণির কাজের খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি বিতরণ করার কাজ দিয়েও তাদের ব্যস্ত রাখা যেতে পারে।

শেখার নীতি

মানুষের শিক্ষা অর্জন কিছু নিয়ম/নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। শেখার ক্ষেত্রে এগুলো মানুষের সহজাত প্রক্রিয়া। শিক্ষা কর্মে নিয়োজিত শিক্ষক এবং অন্যান্যদের উচিত শিক্ষার এই নীতিগুলো অনুধাবন করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

ক) পরিচিত থেকে অপরিচিত

মানব শিশু প্রথমে বাবা, মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চেনে। পরিবারের কে বড়, কে ছোট তা বুঝতে শিখে। তারপর প্রতিবেশী মানুষজনের সাথে পরিচিত হয়। বাড়ির পাশের গাছ-পালা, লতা-পাতা, পশু-পাখি সম্পর্কে জানে। এ সবই তার পরিচিত, তাই পাঠদানের সময় পরিচিত থেকে অপরিচিত নীতিটি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে গণিত চর্চায় পরিচিত উপকরণ ব্যবহার করে শিশুর গণিত শেখাকে সহজ ও আনন্দময় করা যেতে পারে। যেমন- পাথর, বিচি ইত্যাদি দিয়ে গুণতে শেখানো, কারণ এগুলো তাদের পরিচিত। আবার ধরা যাক ভাষা শেখার বিষয়টি- শিশুকে বল শব্দটি শেখানোর সময় যদি একটি বল কিংবা বলের ছবি দেখানো হয়, তখন তার জন্য শব্দটি সহজ হয়। কারণ এখানেও শিশুকে তার পরিচিত একটি বস্তু বা ছবি থেকে তাকে অপরিচিত শব্দের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খ) জানা থেকে অজানা

শিশু তার চারপাশের পরিবেশ থেকে গরু, ছাগল ইত্যাদি চেনে। পশুর বিভিন্ন আকৃতি থেকে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। অর্থাৎ পরিচিত জিনিসের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো জিনিসের ধারণা লাভ করে। আবার আগের উদাহরণটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, জানা ছবি দেখিয়ে শিশুকে অজানা শব্দের জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গ) সহজ থেকে কঠিন

শিশুর কাছে প্রথমেই জটিল বিষয় উপস্থাপন করলে তার অপরিণত বোধশক্তি তা পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর মানসিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়তে থাকে। এজন্য শিশুদেরকে প্রথমে সহজ ও ধীরে ধীরে কঠিন বিষয় শেখাতে হয়।

ঘ) মূর্ত থেকে বিমূর্ত

শিশুর চিন্তা ভাবনা বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। বস্তু ছাড়া বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা তার পক্ষে কষ্টকর। তাই শিশুর শিক্ষা শুরু করতে হবে বস্তু অর্থাৎ মূর্ত থেকে। যেমন- একটি কাঁচা পেঁপে ও পাকা পেঁপে বোঝাতে পেঁপে দুটি এনে বুঝানো যত সহজ, মুখে বলে তত সহজ নয়। কারণ, কাঁচা ও পাকার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য না দেখে বুঝতে পারবে না।

ঙ) সমগ্র থেকে অংশ

আমরা যখন কোনো জিনিস দেখি তখন এর সাথে সম্পূর্ণতা দেখি। তারপর আন্ডে আন্ডে এর বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করি। যেমন- প্রথমে শিশুকে একটি চারাগাছ দেখানো এবং পরে তার বিভিন্ন অংশ শেখানো।

চ) বিশেষ থেকে সাধারণ

শিশুকে প্রথমে বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দিতে হবে। পরে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। যেমন- বিশেষণ কাকে বলে এই সংজ্ঞা না দিয়ে তাকে উদাহরণ দিয়ে পরে সংজ্ঞা দিলে তা বিজ্ঞান সম্মত হয়। যেমন: ভাল, মন্দ, কম, বেশি এবং পরিমাণ এগুলো হল বিশেষণ। একইভাবে $2+2=4$ এই সূত্রটি আগে না বলে দুইটি কাঠির সাথে আরো দুইটি কাঠি মিলিয়ে চারটি কাঠি হয়, এই বিষয়টি শিশুকে আগে বুঝাতে হবে।

সাপ্তাহিক রুটিন

শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার
বাংলা	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ধর্মশিক্ষা	ধর্মশিক্ষা
গণিত	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	গণিত	ইংরেজি
বিজ্ঞান	বাংলা	ইংরেজি	বাংলা	বিজ্ঞান	

দৈনিক সময় বিভাজন

কাজ	সময় বন্টন	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি
		০৩:৩০ মি.					০৩ ঘন্টা
হাজিরা ডাকা	১০ মি:						
পাঠ উপস্থাপন	২৫মি:	বাংলা	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	ধর্মশিক্ষা
দলীয় কাজ	৩৫মি:						
পাঠ যাচাই	০৫ মি:						
বিনোদন	০৫মি:	মানসাক্ষ	গান	ব্রেইন জীম	ছড়া/কবিতা	গল্পবলা	ব্রেইনজীম
পাঠ উপস্থাপন	২৫মি:	গণিত	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	গণিত	ইংরেজি
দলীয় কাজ	৩৫মি:						
পাঠ যাচাই	০৫ মি:						
পাঠ উপস্থাপন	২৫মি:	বিজ্ঞান	বাংলা	ইংরেজি	বাংলা	ধর্মশিক্ষা	সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী/পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/সৃজনশীল কাজ ৩৫ মি:
দলীয় কাজ	৩৫মি:						
পাঠ যাচাই	০৫মি:						

হাজিরা ডাকা

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর হাজিরা ডাকার মাধ্যমে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন ও যে সব শিশু অনুপস্থিত রয়েছে অন্যান্য শিশুদের কাছে তাদের ব্যাপারে জানতে চাইবেন। পরের দিন যাতে সকল শিশু বিদ্যালয়ে আসে তা বলবেন। অতঃপর ঐ দিনের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণির কাজের খাতা শিশুদের বন্টন করে দেবেন অথবা ২/৩ জন শিশুকে দিয়ে বন্টন করাবেন।

পাঠ উপস্থাপন

প্রতিটি বিষয় শুরু করার আগে সেই বিষয়ের ‘পাঠ উপস্থাপন’ করবেন। পাঠের উদ্দেশ্য কী, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কী শিখবে বা চর্চা করবে তা শিশুদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়াই পাঠ উপস্থাপনের লক্ষ্য। শিশুরা যাতে সঠিকভাবে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে পাঠ উপস্থাপনের সময় কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। লক্ষ্য রাখবেন, প্রত্যেক শিশু যেন পাঠ বুঝতে পারে। প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে, উপকরণ ব্যবহার করে এবং হাতে-কলমে কাজের ব্যাখ্যা দেবেন। এ জন্য সব সময় পূর্ব প্রস্তুতি নেবেন। সরাসরি কোনো প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে লিখে না দিয়ে বরং প্রশ্নে কী চেয়েছে তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবেন এবং কীভাবে উত্তর লিখতে হবে তার কৌশল আলোচনা করবেন। গণিতের বা শব্দের কোনো খেলার ক্ষেত্রে প্রথমে নিজে কাজ করবেন এবং পরে শিশুদেরকে দিয়ে করাবেন।

দল বিভাজন

সক্রিয় শিখন পদ্ধতিতে শ্রেণি পরিচালনার জন্য শিশুদের তিনটি দল গঠন করা হয়। শিশুরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে এবং শিখনেও তারা একে অপরকে সহায়তা করতে পারে। এই দলগুলো গঠন করা হয় শিশুদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে। যেসব শিশু তুলনামূলকভাবে সবল তাদের একটি দল, যারা মধ্যম তাদের আরেকটি দল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের একটি দল। আবার দুর্বল ও সবল শিশুকে পাশাপাশি বসিয়েও দল করা হয়। এতে দুর্বল শিশু সহপাঠীর কাছ থেকে সহায়তা পায় এবং সবল শিশুর মধ্যেও অন্যকে সহায়তা করার মানসিকতা গড়ে উঠে। প্রতি দলে ১০ জন শিশু থাকে। শিশুদের সুবিধার্থে তিনটি দলকে তিনটি নাম দেয়া যেতে পারে যেমন গোলাপ, বেলী, শাপলা। বছরের বিভিন্ন সময়ে দলে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। পাঠের প্রয়োজনে শিশুদের ছোট ছোট দলে ভাগ করতে পারেন।

দলীয় কাজে শিক্ষকের সহায়তা

প্রতিটি বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনের পর শিশুদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করবেন। শিশুরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে এবং শিখনেও তারা একে অপরকে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষক প্রতি দলেই কমপক্ষে একবার সরাসরি সহায়তা করবেন। যেসব শিশু ভালোভাবে কাজ করতে পারবে তাদেরকে উৎসাহ দেবেন এবং যারা পারবে না তাদেরকে একটু বেশি সময় দেবেন। যে সব শিশু আগে কাজ শেষ করে ফেলবে তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ দেবেন। লক্ষ্য রাখবেন কোনো শিশু যেন কাজ ছাড়া না থাকে। শিশুকে ব্যঙ্গ রাখার জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা প্রত্যেক শিক্ষককে অর্জন করতে হবে।

পাঠ যাচাই

মূলত শিশুদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরি এবং ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ই পাঠ যাচাইয়ের উদ্দেশ্য। শিশুরা যদিও ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একই কাজ করে তবুও ভিন্ন ভিন্ন শিশু কিংবা ভিন্ন ভিন্ন দলের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। তাই আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করাই হচ্ছে পাঠ যাচাই। প্রতিটি বিষয়ে দলীয় কাজ শেষ করার পর সবগুলো দল একসাথে বসবে এবং আলোচনার মাধ্যমে কাজ শেয়ার করবে। কোনো শিশুর লেখা সঠিক না হলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দেবেন।

বাড়ির কাজ

শ্রেণিকক্ষে যে জ্ঞান বা ধারণা শিশু অর্জন করে তা প্রয়োগ করে বাড়িতে কাজ চর্চার মাধ্যমে শিশুদেরকে বাড়ির কাজ করে আনতে উৎসাহ দেবেন। এতে শিশুরা বাড়িতে পড়ালেখা করবে। শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন বা পাঠ যাচাই এর সময় বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা করবেন ও ৩/৪ জন শিশুর কাজ দেখবেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝে শিশুরাও একে অপরের খাতা যাচাই করতে পারে। তবে এতে শিক্ষকের সহায়তা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষক যদি বাড়ির কাজ যাচাই না করেন কিংবা শিশুদেরকে তাদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা না করেন তাহলে বাড়ির কাজ করার ব্যাপারে শিশুরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

মানসাক্ষ

ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যার সমাধান অতি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সমাধান করার প্রক্রিয়া হল মানসাক্ষ। শিশুরা যত বেশি মানসাক্ষ চর্চা করবে গণিতের উপর তার দখল তত বাড়বে। শিশুরা খাতা-কলম ব্যবহার না করে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেবে। মানসাক্ষের বিষয়সমূহ গণিতের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নির্বাচন করবেন। যেমন, জোড়-বিজোড়, যোগ-বিয়োগ, স্থানীয়মান, দশকের সাহায্যে গণনা, নামতা, ভগ্নাংশ ইত্যাদি বিষয় চর্চা করাবেন।

শ্রুতলিপি

শ্রুতলিপি বলতে কোনো পাঠের অংশ বিশেষ শুনে লেখাকে বোঝায়। শ্রুতলিপি চর্চা করলে ভুল বর্ণ, শব্দ শুদ্ধ করা যায় ও বানান জ্ঞানের পরীক্ষা করা যায়। পাঠদানের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রুতলিপি লিখতে দেবেন। শ্রুতলিপির শব্দ বা বাক্যগুলো শিক্ষক প্রথমে একবার পড়বেন, শিশুরা মন দিয়ে শুনবে। এরপর শিক্ষক আবার পড়বেন এবং শিশুরা লিখবে। সবশেষে শিক্ষক আবারও পড়বেন শিশুরা মিলিয়ে নেবে। বানান ভুল হলে শিশুরা কমপক্ষে ৩ বার ঐ বানানটি লিখবে। অধিকাংশ শিশু যে শব্দগুলো ভুল করবে শিক্ষক সেগুলো বোর্ডে লিখে দেবেন। শিশুরা দেখে দেখে লিখবে ও মনে রাখবে।

বিনোদন

শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে বিনোদনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঠের ফাঁকে এই বিনোদন প্রকৃতপক্ষে শিশুকে পাঠে অধিক মনোযোগী করার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রথম দুটি বিষয়ের পাঠদান শেষে বিনোদন হবে। লক্ষ্য রাখবেন, শ্রেণির সকল শিশু যেন এতে অংশগ্রহণ করে। বিনোদনের জন্য গান, কবিতা, ছড়া, মানসাক্ষ, গল্প বলা, ব্রেইনের হালকা ব্যায়াম (ব্রেইন জীম) চর্চা করাবেন।

সৃজনশীল কাজ

সক্রিয় শিখন পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি শিশুদের সৃজনশীল বিকাশের সুযোগ রয়েছে। ‘সৃজন’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সৃষ্টি করা, নির্মাণ বা তৈরি করা। তবে এ সৃষ্টি কোনো কিছুর অনুকরণ নয়, এমন কি অনুসরণও নয়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বনে, সেই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-উপলব্ধিগুলোকে যখন শিশুরা একেবারেই নিজের মতো করে প্রকাশ করে এবং যার মধ্যে একটি শিল্পময় রূপের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে সৃজনশীল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ শেষ করার পর শিশুরা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাইরে সৃজনশীল কাজ করবে। যেমন, অধিকার বিষয়ক গেম বোর্ড, স্বাস্থ্যবিষয়ক গেম বোর্ড, গুণের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন প্রকার খেলা ইত্যাদি খেলবে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষককে শিশুর আচরণ বিশ্লেষণ করে শিশুর অনর্জিত সম্ভাবনাগুলো নির্দিষ্ট করতে ও সেগুলো চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে শিশু উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিশুদেরকে মূল বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষামূলক বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। তারা এর মাধ্যমে বাস্তু পরিবেশ থেকে নতুন জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয় এবং এখান থেকে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করে। প্রতি মাসে দুই বার শিশুদের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি চর্চা করাবেন। যেমন- অভিনয়, আবৃত্তি, গান, গল্প, কবিতা, বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বলা বা লেখা ইত্যাদি।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন পরিবেশ শিশুর সার্বিক বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে। শিশু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে তাকে মার্জিত দেখায় এবং কাজে মনোযোগী হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ক্লাসের সময় শিক্ষক শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ (যেমন দাঁত, নখ, চুল ইত্যাদি) পরিষ্কার কি না তা যাচাই করবেন। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়ের চারপাশ পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজগুলো করাবেন। প্রতি মাসে দুই বার শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো করাবেন।

শিক্ষক সহায়িকা

এনসিটিবি পাঠ্যবইসমূহকে শিক্ষক ও শিশুদের কাছে অধিকতর কার্যকর করার জন্যই শিক্ষক সহায়িকা তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন পাঠের উদ্দেশ্য, মূলভাব ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিবেচনায় রেখে শিশু উপযোগী কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠকে বাস্তুবতা অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিক্ষক পাঠদান করবেন। তাছাড়া প্রতিদিনের পরিকল্পনায় ভাষার চারটি দক্ষতা (বলা, শোনা, পড়া, লেখা) চর্চার ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শিক্ষকদের অবশ্যই সহায়িকাগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

পাঠাগার

শিশুদের পঠন অভ্যাস গড়ে তোলা ও পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের মধ্যে সৃজনশীল ও সুস্থ চিন্তা চেতনার বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয় ভিত্তিক পাঠাগার রয়েছে। শিশুরা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করবে ও জমা দেবে। শিক্ষক পাঠাগারের বই সংরক্ষণ, শিশুদের বই দেয়া ও নির্দিষ্ট সময় পর বই সংগ্রহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও শিশুদের বই পড়তে উৎসাহিত করা, পঠন অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি পঠিত বই ও বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। পাঠাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নির্দেশনা রয়েছে শিক্ষক সেগুলো অনুসরণ করবেন।

বিষয় ভিত্তিক পাঠদান

বাংলা

প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই একটি সৃষ্টিশীল সত্তা আছে। এই সত্তা বিকাশের জন্য মাতৃভাষা একটি শক্তিশালী মাধ্যম। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশু কেবলমাত্র তার ব্যবহারিক প্রয়োজনই মেটায় না, তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকেও নানাভাবে বিকশিত করে তোলে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে ৪টি ভাষা দক্ষতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন - শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। শিশু যদি ভাষা দক্ষতার মৌলিক দিকগুলো ঠিকমত অর্জন করতে পারে, তবে সে নিজেকে সহজে বিকশিত করতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত বাংলা বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাতৃভাষায় লেখা ও পড়ার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, পরবর্তীতে তারা অন্যান্য বিষয়ে পিছিয়ে থাকে।

বাংলা পাঠ্য বইয়ের কবিতা ও গদ্য চর্চার মাধ্যমে শিশুরা মাতৃভাষার বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে। পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট পাঠটি ভালোভাবে পড়বেন। এরপর ২/১ জন শিশুকেও পড়তে দেবেন। নতুন শব্দের উচ্চারণ/ ধ্বনি, শব্দের অর্থ, বানান বুঝিয়ে দেবেন এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরির কৌশল শিখিয়ে দেবেন। পাঠের অনুশীলনী থেকে প্রশ্ন বুঝিয়ে দেবেন। শিশুরা নিজেরাই যাতে লেখার চেষ্টা করে সে ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহ দেবেন। দলে গিয়ে শিশুরা নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় সব দলে সহায়তা প্রদান করবেন।

গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্য

গদ্য শিখনের প্রাথমিক কয়েকটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

১. শিশুদের নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
২. শিশুদের পড়া অনুশীলনের মাধ্যমে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৩. শিশুদের শব্দ ভাষার সমৃদ্ধ করা।
৪. শিশুদের চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করা।
৫. পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য রচনা পড়ার প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল

গদ্য পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

১. গদ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপকরণ (ছবি, বাস্‌ড্র কোন জিনিস, চার্ট ইত্যাদি) ব্যবহার করবেন।
২. গদ্যপাঠে উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ বোর্ডে লিখে শিশুদের শিখতে সহায়তা করবেন।
৩. যথাযথভাবে বিরামচিহ্নের নিয়ম মেনে গদ্যপাঠটি পড়বেন এবং শিশুদেরও পড়ার সময়ে একইভাবে তা অনুশীলন করতে বলবেন।
৪. পড়ার পর গদ্যপাঠটির বিষয়বস্তু শিশুদের কাছে বর্ণনা করবেন এবং তাদেরকে নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
৫. শিশুদেরকে পাঠের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পড়তে বলবেন।
৬. শিশুদেরকে পাঠ সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।
৭. শিশুদের মান অনুযায়ী লেখার কাজ করতে দেবেন।

কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য

কবিতা শিখনের প্রাথমিক কয়েকটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

১. শিশুদের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো।
২. কবিতার ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর কল্পনা ও আগ্রহের বিকাশ সাধন করা।
৩. কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কথা বলার অনুশীলন, উচ্চারণ অনুশীলন করতে শিশুদেরকে সাহায্য করা।
৪. শিশুদের নিজের মনোভাব কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা।

কবিতা পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল

শ্রেণিকক্ষে কবিতা পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

১. কবিতার প্রাসঙ্গিক ছবি দেখাবেন এবং কবিতায় উল্লিখিত বিষয়/বস্তুগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।
২. শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দ অনুসরণ করে শিশুদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয় করে দেখাবেন। শিশুদেরকে নিয়ে কবিতাটি একাধিকবার আবৃত্তি করবেন।
৩. কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বোর্ডে লিখবেন এবং কবিতার বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করবেন।
৪. বিষয়বস্তু শিশুরা বুঝতে পারল কি না প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হবেন।
৫. শিশুদেরও অঙ্গভঙ্গি করে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন, শিশুরা কবিতার ছন্দ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কি না।

গণিত

বস্তুত এনসিটিবি গণিত বই এর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী গণিত চর্চা করাবেন। তবে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য এনসিটিবি গণিত এর সংশ্লিষ্ট পাঠ শুরু করার আগে উচ্চতর সংখ্যা ধারণা বইয়ে ঐ বিষয়ের যে খেলা রয়েছে তা চর্চা করাবেন। শিশুদের ধারণা পরীক্ষার হয়ে গেলে এনসিটিবি বই থেকে ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গণিত চর্চা করাবেন।

গণিত পাঠদানের কয়েকটি কৌশল:

- এনসিটিবি গণিত বইয়ের পাঠ্যক্রম এর সাথে মিল রেখে উচ্চতর সংখ্যা ধারণা থেকে পর্যায়ক্রমে গণিত খেলা চর্চা করাবেন।
- উচ্চতর সংখ্যা ধারণা বইয়ের বিষয়ভিত্তিক যে কয়টি খেলা চর্চা করালে শিশুরা পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে সে কয়টি খেলা চর্চা করাবেন। তারপর এনসিটিবির গণিত বইয়ের ঐ বিষয়ের অংকগুলো চর্চা করাবেন।
- পাঠ উপস্থাপনের সময় খেলার উদ্দেশ্য প্রথমে ব্যাখ্যা করবেন। পরে শিশুদের কয়েকজনকে নিয়ে খেলাটি চর্চা করবেন।
- দুই বা তিনজন শিশুকে খেলাটি পুনরায় খেলতে দেবেন।
- এরপর শিশুরা দলে গিয়ে খেলাটি নিজেরা চর্চা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- প্রতিটি পাঠ পরিচালনার আগে শিক্ষককে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে।
- পাঠভিত্তিক খেলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো আগে থেকেই তৈরি করে রাখবেন।

- প্রয়োজনে খেলা কিছুটা পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে। যেমন, সংখ্যার পরিবর্তন বা উপকরণ পরিবর্তন ইত্যাদি।
- দলীয় কাজের সময় প্রতিটি শিশুর কাছে গিয়ে সহায়তা করবেন, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শিশুকে বেশি সহায়তা করবেন।
- যদি কোনো বিষয় উচ্চতর সংখ্যা ধারণা বইয়ের সূচিপত্র উল্লেখিত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে নতুন পাঠ শুরু করবেন।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান

প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোর কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কিংবা একটি পদ্ধতি অপর পদ্ধতিগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নয়। একটি পদ্ধতির ওপর অন্যান্য পদ্ধতির প্রভাব প্রায়ই দেখা যায়। সব পদ্ধতির কিছু বিশেষ সুবিধা আছে। সেজন্যই বিশেষ একটি পদ্ধতিতে বা কৌশলে শিক্ষাদানের পরিবর্তে প্রয়োজনবোধে একাধিক পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়টি শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন রকম অ্যাকটিভিটি বা কাজ রাখা হয়েছে। শিক্ষক সেই আলোকে পাঠ উপস্থাপনের সময় শিশুদের কাজ বুঝিয়ে দেবেন। দলে গিয়ে শিশুরা নিজেরা কাজ করবে, শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

পরিবেশ বিজ্ঞান পাঠদানের কয়েকটি কৌশল

- পাঠদানের সময় সহায়িকায় বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন। পাঠ্য বিষয়ের উপর উন্মুক্ত প্রশ্ন করার মাধ্যমে সকল শিশুকে ঐ বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ প্রদান করবেন। (যেমন- কোনো শিশুকে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন না করে সকলকে একই প্রশ্ন করা)।
- শিশুর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। অর্থাৎ পরিবেশ বিজ্ঞানের যে বিষয়ট পাঠদান করা হবে সেটি সম্পর্কে শিশুর পূর্বের ধারণা কি তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন।
- কোনো বিষয় শ্রেণিকক্ষে আলোচনার সময় বাস্‌ডব উপকরণ বা বাস্‌ডব উদাহরণের ব্যবহারকে প্রাধান্য দেবেন।
- বিষয়ের উপর আলোচনার সময় সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। (মাঝে মাঝে শিশুকে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবেন।)
- পাঠ্য বিষয়ের উপর বাস্‌ডব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রয়োজনে শিশুদেরকে ভ্রমণে নিয়ে যাবেন এবং শিশুর নিরাপত্তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।
- ভ্রমণ বা কোনো কিছু পর্যবেক্ষণের সময় শিশুদের ঐ বিষয়ের উপর বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন এবং শিশুদেরকেও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।
- ভ্রমণ শেষে দলে বসে শিশুরা পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে যাতে ছবি আঁকতে ও লিখতে পারে শিক্ষক তা লক্ষ রাখবেন। শিশুরা প্রয়োজনে রং পেন্সিল ব্যবহার করতে পারে। লেখা শেষে একজন অন্যজনের সাথে শেয়ার করবে।
- ব্যবহারিক পাঠগুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো:

- আলোচনা পদ্ধতি
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

- প্রদর্শন পদ্ধতি
- প্রকল্প বা প্রজেক্ট পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
- পরীক্ষণ বা পরীক্ষাগার পদ্ধতি
- অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি

আলোচনা পদ্ধতি

প্রতিটি পাঠ পড়ানোর জন্য আলোচনা পদ্ধতিকে একটি সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক একদিকে যেমন পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের বুঝিয়ে দেন, তেমনি বিষয় সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞান কতটুকু বা তাদের মতামত জানতে পারেন। শিক্ষক আলোচনার সময় নতুন বিষয়বস্তু শিশু উপযোগী করে বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

বিজ্ঞান পাঠদানকালে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিও কার্যকর হতে পারে। পাঠ চলাকালে শিক্ষক ও শিশুরা একে অপরকে বিভিন্ন ধরনের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন। এতে একদিকে যেমন শিক্ষক শিশুদের চিন্তা ভাবনা জানার সুযোগ পান, অন্যদিকে শিশুদেরকেও তিনি নতুন তথ্য দেয়ার সুযোগ পান। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, শিশুদের যেন উন্মুক্ত প্রশ্ন করা হয়।

প্রদর্শন পদ্ধতি

নতুন কোনো বিষয়, ঘটনা, পরীক্ষা কিংবা কাজ শিশুদেরকে শেখানোর জন্য প্রদর্শন পদ্ধতি কার্যকর। প্রদর্শনের সাথে সাথে শিক্ষক মুখেও বর্ণনা করেন। তবে, শিশুদেরকেও হাতে- কলমে চর্চা করার সুযোগ দেবেন। শিক্ষক অবশ্যই পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। সব শিশুরা যাতে শিক্ষকের কাজ বুঝতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্রদর্শনের সময় শিক্ষক শিশুদেরকে শ্রেণির বাইরেও নিয়ে যেতে পারেন। প্রদর্শনের আগে শিক্ষক শিশুদেরকে পাঠের বিষয়বস্তু এবং কী উদ্দেশ্য, কোন কোন দিক লক্ষ্য রাখতে হবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

প্রকল্প বা প্রজেক্ট পদ্ধতি

কিছু কিছু পাঠ শেখানোর জন্য প্রজেক্ট পদ্ধতিকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এতে শিশুরা শিক্ষকের সহায়তায় হাতে-কলমে কাজ করে। শিশুরা কাজের/প্রজেক্টের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, কাজটি সম্পূর্ণ করা ও কাজের মূল্যায়ন সবকিছুই করে। শিশুদেরকে দুই/ তিনটি দলে ভাগ করেও প্রজেক্টের কাজ দেয়া যেতে পারে। সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে শিশুদের কাছে এই পদ্ধতিকে অনেক আনন্দময় করে তোলা যায়।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ হলো কোনো জীব বা জড় বস্তু বা ঘটনা গভীর মনোযোগের সাথে দেখা এবং সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করা। পর্যবেক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্‌ড়ব জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। শিশুকে তার নিকট পরিবেশ থেকে শুর্ করে গাছপালা, ফুল, ফল, পশু, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, মাটি, কল-কারখানা, শিশির, কুয়াশা, নদীর ঘাট ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেবেন। এজন্য প্রয়োজনে তাদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন।

শিশুরা প্রথমেই সবকিছু সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে। শিক্ষক তাদের মধ্যে কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসু জাগ্রত করবেন এবং পর্যবেক্ষণকে উদ্দেশ্যমুখী করবেন। এ পদ্ধতিতে শিশুরা তাদের পরিচিত বস্তু অথবা পরিবেশকে নতুন করে বুঝতে ও আবিষ্কার করতে শেখে।

পরীক্ষণ বা পরীক্ষাগার পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিশুরা কোনো বিষয়ে নিজেরা পরীক্ষা করার সুযোগ পায় এবং বিষয় সম্পর্কে তারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। প্রত্যেক শিশুই নিজ নিজ মান অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায় বলে এতে তার কাজের আগ্রহ ও দক্ষতা বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান শেখানোর জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি, যদিও এতে বেশি সময় লাগে। শিক্ষকের প্রচেষ্টা এ জন্য আবশ্যিক।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

এটিকে একটি আধুনিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। সক্রিয় শিখন পদ্ধতির মূল কথাই হলো শিশুদের অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে যে কোনো আলোচনা বা কাজে শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং শিশুরা প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ

সমাজ বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে শিশু অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা, অপরের প্রতি সংবেদনশীলতা, দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুশীলন, সামাজিক মূল্যবোধ ও শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করে। তাই এই বিষয়টি শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন রকম অ্যাকটিভিটি বা কাজ রাখা হয়েছে। বিজ্ঞানের মতো সমাজ পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিক্ষক সহায়িকার আলোকে বিভিন্ন রকম পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করবেন এবং পাঠে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া ইতিহাস ভিত্তিক পাঠগুলো গল্পের মতো উপস্থাপন করবেন, যাতে বিষয়টি শিশুদের কাছে আরো বেশি মজাদার ও আকর্ষণীয় হয়। বাড়ির কাজ করে আনার ব্যাপারে শিশুদেরকে উৎসাহ দেবেন।

ইংরেজি

যে কোনো ভাষা শেখার জন্য অনেক চর্চা প্রয়োজন। ইংরেজি একটি বিদেশী ভাষা। বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি ক্লাসে শিশুদের ইংরেজিতে কথা বলা দরকার। যেমন, আদেশ-নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ ইংরেজি বাক্যের (Sit- Down, Standup, Thank you, Come here, Open the book, Take the pen ইত্যাদি) ব্যবহার করা দরকার। ইংরেজি বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন। বাড়ির কাজ করে আনার ব্যাপারে শিশুদেরকে উৎসাহ দেবেন।

শিশুদেরকে ইংরেজি অনুশীলনের সুযোগ দেয়ার জন্য শিক্ষক কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারেন। যেমন, বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় বিভিন্ন প্রকার প্রাণী, ফল, রং, পরিবারের সদস্য ইত্যাদির নাম পোষ্টারে লেখাতে পারেন। শিশুদের কাজ দেয়ালে টাঙিয়ে দেবেন এবং কয়েকদিন পর পর পরিবর্তন করে নতুন কাজ টাঙাবেন।

ইংরেজি পাঠদানের কয়েকটি কৌশল:

- ইংরেজি সহায়িকায় উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা করবেন।
- পাঠদানের সময় শিশুদের সাথে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করবেন এবং সাথে সাথে অঙ্গভঙ্গি করে দেখাবেন।
- ইংরেজি ছড়াগুলো সঠিক ধ্বনি উচ্চারণ, তাল-লয় ও অভিনয়ের মাধ্যমে চর্চা করতে হবে।

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মশিক্ষা পাঠদানকালে শিক্ষক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পাঠদান করাবেন। পাঠদানের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা করবেন। শিশুদের পড়া ও লেখার দক্ষতা অনুযায়ী কাজ নির্ধারণ করবেন। মনে রাখতে হবে যে, শিশুদের প্রতিটি বিষয়ই সঠিকভাবে শেখা প্রয়োজন। কাজেই এ ব্যাপারে শিক্ষক যত্নশীল হবেন।

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন হচ্ছে শিখন-শেখানোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই শিশুরা কাজক্ষিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপণ করা ও নিশ্চিত হওয়া যায়। এ জন্য পাঠ চলাকালে ও পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হলো কি না তা শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। শিশুর জন্য পরবর্তী কাজ নির্ধারণ এবং সহায়তার ধরণ নির্ধারণের জন্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

সহায়িকায় উল্লেখিত নির্দিষ্ট পাঠের পর মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের নির্দিষ্ট দিনে মূল্যায়ন রেজিস্টারে উল্লেখিত প্রশ্নপত্র বোর্ডে লিখবেন এবং শিশুরা কীভাবে উত্তর করবে তা ব্যাখ্যা করবেন। শিশুরা বোর্ডে প্রশ্নের আলোকে খাতায় উত্তর লিখবে। শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় শেষে শিশুদের খাতাগুলো সংগ্রহ করবেন ও পরে সুবিধাজনক সময়ে উত্তরপত্র যাচাই করে নম্বর বন্টন করবেন। তবে পরবর্তী মূল্যায়নের পূর্বে অবশ্যই সরবরাহকৃত ছকে নম্বর বন্টনের কাজটি সম্পন্ন করবেন। পাঠভিত্তিক মূল্যায়নের সবগুলো কলাম পূরণ হওয়ার পর মোট নম্বর ও শতকরা হার নির্ণয় করবেন। অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট কলামে 'অ' লিখবেন। কিন্তু শতকরা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সবগুলো কলাম বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি কোনো শিশু কোনো নম্বর না পায় তবে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট কলামে '০' (শূন্য) বসাবেন। একদিনে একাধিক বিষয়ের মূল্যায়ন থাকলে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের মূল্যায়ন করবেন। অপর বিষয়টির পুনরালোচনা করাবেন।

মানসাক্ষ বিষয়ক কয়েকটি খেলা

- খেলা :** বাংলা এবং ইংরেজি সংখ্যা
- উদ্দেশ্য :** মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।
- প্রক্রিয়া :** শিক্ষক বলবেন যে, আজ আমরা বাংলা এবং ইংরেজি সংখ্যা (১-১০, 1-10) দিয়ে একটি খেলা খেলব। যখন কোনো একজন শিশু ১ (এক) বলবে, পরের জন ইংরেজি সংখ্যা 2 (Two) বলবে। এর পরের জন ৩ (তিন) বলবে। এভাবে শিশুরা ১০ (দশ) বা 10 (Ten) পর্যন্ত বলবে। তারপর আবার পরের শিশু ১ (এক) বা 1 (One) বলবে। যে শিশু কোনো সংখ্যা বলতে ভুল করবে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। যেমন, কোনো শিশুর যদি বাংলা সংখ্যা বলার কথা কিন্তু সে ইংরেজি সংখ্যা বলে তাহলে আউট হবে। আবার যদি কোনো শিশু ইংরেজি সংখ্যার বদলে বাংলা সংখ্যা বলে তাহলে সে দল থেকে আউট হবে। সবশেষে যে টিকে থাকবে সে জয়ী হবে।
- খেলা :** সেভেন আপ
- উদ্দেশ্য :** সতর্ক হওয়ার দক্ষতা বাড়বে।
মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।
- প্রক্রিয়া :** শিক্ষক শিশুদেরকে গোল করে দাঁড় করাবেন। শিশুদেরকে বলবেন যে, আজ আমরা একটি খেলা খেলব, খেলাটির নাম হচ্ছে সেভেন আপ। শিশুরা ১-৭ পর্যন্ত সংখ্যা গুণবে। প্রথম শিশু বুকের মধ্যে ডান বা বাম হাত রেখে ১ বলবে। যদি শিশু ডান হাত রেখে ১ বলে তাহলে ঐ শিশুর বাম পাশের শিশু ২ বলবে। আর যদি বাম হাত রেখে ১ বলে তাহলে ঐ শিশুর ডান পাশের শিশু ২ বলবে। যদি পাশের শিশু সংখ্যা বলতে না পারে তাহলে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ৭ পর্যন্ত শিশুরা সংখ্যা বলবে। যে শিশু ৭ বলবে সে মাথায় একটি হাত এবং বুকে অন্য হাত রাখবে। সে বুকের মধ্যে যে হাত রাখবে ঐ হাতের আঙুল যদিক নির্দেশ করবে সে দিকের অপর শিশু পুনরায় ১ বলবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।
- খেলা :** টিপটপ
- উদ্দেশ্য :** সতর্ক হওয়ার দক্ষতা বাড়বে।
মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।
- প্রক্রিয়া :** শিক্ষক শিশুদের গোল করে দাঁড় করাবেন। প্রত্যেক শিশুকে দুই হাত মেলে ধরতে বলবেন এবং প্রত্যেকের ডান হাতের তালু অপর জনের বাম হাতের তালুর উপর রাখবে। এবার প্রথম শিশু ১ বলবে, দ্বিতীয় শিশু ২ বলবে। এভাবে প্রত্যেক শিশু পরবর্তী সংখ্যা বলবে। যে শিশু ১০ বলবে সে শিশুটি ডান হাতের তালু দিয়ে অপর শিশুর বাম হাতের তালুতে স্পর্শ করবে। যদি সে স্পর্শ করতে পারে তাহলে সে দলে থাকবে আর যাকে স্পর্শ করেছে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। আর স্পর্শ করতে না পারলে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

খেলা : ব্যাডমিন্টন

উদ্দেশ্য : মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়া : ব্যাডমিন্টন খেলার মত শিশুরা কর্ক মারার অভিনয় করবে এবং মুখে সংখ্যা বলবে। প্রথম শিশু কর্ক মারার অভিনয় করবে এবং ১ বলবে। দ্বিতীয় শিশু কর্ক মারার অভিনয় করবে এবং ২ বলবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

খেলা : মাথায় হাত রাখা

উদ্দেশ্য : মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।

মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়া : শিশুদেরকে ধারাবাহিকভাবে ১-১০ পর্যন্ত গুণতে বলবেন। একজন শিশু ১ বলবে, দ্বিতীয় শিশু ২ বলবে। এভাবে প্রত্যেক শিশু পরবর্তী সংখ্যা বলবে। যে শিশু ১০ বলবে সে মুখে না বলে মাথায় দুই হাত রাখবে। এর পরের শিশু আবার ১ থেকে শুরু করবে। যে শিশু ভুল করে মাথায় হাত রাখবে না সে বাদ পড়বে।

খেলা : সাইমন বলে

উদ্দেশ্য : মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।

প্রক্রিয়া : শিক্ষক শিশুদেরকে বলবেন যে, সাইমন বলে ১, বললে- শিশুরা উপরে হাত তুলবে, সাইমন বলে ২, বললে শিশুরা হাততালি দেবে এবং সাইমন বলে ৩, বললে শিশু নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর অভিনয় করবে। আবার 'সাইমন বলে' না বলে শুধু ১ বললে যদি কোনো শিশু হাত উপরে তুলে তবে সে খেলা থেকে বাদ পড়বে।

খেলা : উল্টো করে গণনা

উদ্দেশ্য : মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।

প্রক্রিয়া : শিক্ষক বলবেন যে, আজ আমরা ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো উল্টো করে গণনা করব। যখন কোনো একজন শিশু ২০ বলবে, পরেরজন তার আগের সংখ্যা ১৯ বলবে। এর পরেরজন ১৮ বলবে। এভাবে ২০-১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বলবে। যে শিশু কোনো সংখ্যা বলতে ভুল করবে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। সব শেষে যে টিকে থাকবে সে জয়ী হবে।

খেলা : সংখ্যা মুকুট

উদ্দেশ্য : মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।

প্রক্রিয়া : শিক্ষক একজন শিশুকে ডেকে আনবেন এবং একটি কাগজের মুকুট/টুপি পড়িয়ে দেবেন। তারপর একটি সংখ্যাকার্ড (যেমন - ৫) টুপিটির মধ্যে রাখবেন। এবার শিশুটিকে সংখ্যাটি অনুমান করে বলতে সহায়তা করবেন। যেমন-শিক্ষক বলবেন সংখ্যাটি ৬ এর ছোট বা ৪ ও ৬ এর মধ্যে ইত্যাদি। শিশুটি তার অনুমিত সংখ্যাটি মুখে বলবে। শিশুর বলা সঠিক হলে সে ১ নম্বর পাবে। আর সঠিক সংখ্যাটি বলতে না পারলে অন্য শিশুরা বলে দেবে। শিশুদের মান অনুযায়ী সংখ্যা নির্ধারণ করে খেলাটি চর্চা করাবেন।

ব্রেইনজীম

(১) এদিক ওদিক

মস্তিষ্কের বাম থেকে ডানে ও ডান থেকে বামে তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে উভয় অংশের সমন্বয় সাধন করে এ ব্যায়াম। বানান, লেখা, শোনা, বলা, পড়া এবং বিষয়বস্তু বুঝার জন্য এই ব্যায়ামটি কার্যকর। এটা শরীরের বাম ও ডানের সুষ্ঠু সমন্বয় করে।

দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাঁটুতে ডান হাত এবং ডান হাঁটুতে বাম হাত দিয়ে ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করতে হবে। এভাবে ১৫-২০ বার করতে হবে। একইভাবে কনুই দিয়েও হাঁটুকে স্পর্শ করা যায় এবং হাত দিয়ে বিপরীত দিকের পায়ের পাতা পেছন থেকে স্পর্শ করা যেতে পারে।

(২) হাত ঘুরানো

পড়া, দ্রুত পড়া, লেখা, হাত ও চোখের সংযোগ ইত্যাদিকে সহায়তা করে।

মুখ বরাবর একটি হাত সামনে বাড়াতে হবে। এবার বুড়ো আঙুলকে সোজা খাড়াভাবে রেখে বাতাসে উল্লেখচিত্র চিত্রের মতো (∞) করে ঘুরাতে হবে। ঘাড় সোজা রেখে বুড়ো আঙুল যে দিকে ঘুরাবে সেই বরাবর তাকিয়ে থাকতে হবে। হাত, বাহু, মাংশপেশীর জন্য আরামদায়ক ও সঠিক দৃষ্টিপাতের জন্য প্রয়োজনীয়।

(৩) কান খাড়া

কানের উপর থেকে লতি পর্যন্ত আঙুল দিয়ে খুব আল্পেড় আল্পেড় কান টানতে হবে। কানের ভাঁজ করা অংশকে খুলে দিতে হবে। কয়েকবার এ ব্যায়ামটি করতে হবে। সঠিক বানান, সতর্কতা, স্মৃতি শক্তি, শোনার দক্ষতা, বিমূর্ত চিন্তা করার দক্ষতা বাড়াতে এ ব্যায়াম সাহায্য করে।

(৪) হাতি

বেশি অমনোযোগী শিশুর জন্য উপকারী এই ব্যায়াম। মন ও শরীরের সকল অংশের জন্য কার্যকর এটা। বাম কাঁধে কান রেখে বাম হাত সামনে বাড়িয়ে দিতে হবে যেন মনে হয় হাতের গুঁড়। এবার ঐ হাত দিয়ে এই চিহ্নের (∞) মতো করে দোলাতে হবে। এভাবে ৩/৪ বার করার পর একইভাবে ডান কাঁধে কান রেখে হাত দিয়ে করতে হবে।

(৫) ঘাড় দোলানো

লেখা ও পড়ার পূর্বে এ ব্যায়ামটি করলে দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তির উন্নতি ঘটায়।

গভীর শ্বাস টেনে কিছুক্ষণ ঘাড়কে আল্পেড় আল্পেড় সামনের দিকে নামিয়ে রাখতে হবে। এবার শ্বাস ফেলে ঘাড় বুকের উপর দিয়ে বাম থেকে ঘুরিয়ে ডানে নিয়ে আসতে হবে। এভাবে ঘাড়ের মাংশপেশী আরামদায়ক করতে ও দুই চোখের অসমান দৃষ্টিশক্তির কারণে সৃষ্ট দুশ্চিন্তা দূর করতে এ ব্যায়াম কার্যকর।

ছড়া (বাংলা ও ইংরেজি)

One Two Three

Hop, hop, hop,
One, two, three.
Turn around and
Jump with me.
Clap, clap, clap,
One, two, three,
Turn around and
Play with me.

Colours

Red, red,
A Rose is red.
Blue, blue,
The sky is blue,
Green, green,
A leaf is green.
Black, black,
My hair is black.
Yellow, yellow,
A banana is yellow.

Teddy Bear

Teddy bear, teddy bear,
Turn around;
Teddy bear, teddy bear,
Touch the ground.
Teddy bear, teddy bear,
Polish your shoes;
Teddy bear, teddy bear,
Go to school.

A Rhyme

One two three four five,
Once I caught a fish alive,
Six seven eight nine ten,
Then I let it go again.

Baa Baa Black Sheep

Baa baa black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for my master,
One for my dame,
And one for the little boy,
Who lives down the lane.

Pussy Cat

Pussy cat, pussy cat,
where have you been?
I've been to London
to see the Queen.
Pussy cat, pussy cat,
what did you do there?
I frightened a little mouse
under the chair.

Twinkle twinkle little star

Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are.
Up above the world so high
Like a diamond in the sky.

Rain, Rain, Go Away

Rain, Rain, Go away,
Come again another day;
Little children want to play,
Rain, Rain, go away.

Two little black birds

Two little black birds
Sitting on a wall.
one called Peter,
one called Paul.
Fly away, Peter
Fly away, Paul.
Goodbye, Peter,
Goodbye, Paul.

One, Two, Buckle My Shoe

One, Two.
Buckle my shoe.
Three, Four,
Shut the door.
Five, Six,
Pick up Sticks.
Seven, Eight,
Lay them straight.
Nine, Ten,
A big fat hen.

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
 ঐ আমার গাঁ
 ঐ খানেতে বাস করে কানা বগীর ছা।
 ও বগী তুই খাস কি?
 পান্ডাভাত চাস কি?
 পান্ডা আমি চাই না
 পুঁটি মাছ পাই না।
 একটা যদি পাই,
 অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

উদ বিড়ালে খুদ খায়
 চালে নাচে ফিঙে
 পুঁটি মাছে গীত গায়
 মাগুর বাজায় শিঙে।

বেলের পাত হিজল ফুল
 খুকুর কানে সোনার দুল।
 সোনার দুলে চুমকি আঁকা
 খুকুমণির চাউনি বাঁকা।
 তালের আঁটি কলার মোচা,
 খুকুমণির নাকটি বোঁচা।
 লম্বা চুলে গোলাপফুল
 খুকুর মুখে মিষ্টি কুল।

দোল দোল দোল
 কিসের এত গোল
 খোকা যাবে বিয়ে করতে
 সাথে ছঁশ ঢোল।
 কুচকুচে কালো কাক
 ডাকে খালি খালি,
 খোকনের চোখে দেবো
 কাজলের কালি।
 ছোট পাখি আনো দেখি
 রঙ মাখা ফুল,
 তাই দিয়ে খোকনের
 বেঁধে দেবো চুল।
 সারসের ঠোট-ভরা
 মধু আনা চাই
 টিয়া পাখি, বাটি ভরে
 দুধ দিয়ে ভাই।

খোকা গেছে মাছ ধরতে
 ক্ষীর নদীর কূলে
 ছিপ নিয়ে গেলো কোলা ব্যাঙ
 মাছ নিয়ে গেলো চিলে।

আয়রে পাখি দোয়েল, কোয়েল
 আয়রে চড়াই কাক,
 খাবার হাতে ডাকছে খোকা
 আয়রে পাখির ঝাক।
 জল দিয়েছে, ফল দিয়েছে,
 বলছে দুহাত জুড়ে-
 খাবার খাবি, কলকলাবি,
 তার পরে যাস্, উড়ে।

<p>আম পাতা জোড়া-জোড়া খোকন চড়ে টাট্টু ঘোড়া টাট্টু ঘোড়ার চাট্টি পা ওই দেখা যায় কাজল গাঁ। কাজর গাঁটি অনেক দূর পথের মাঝে সমুদ্র খোকন ঘোড়ায় চড়ে না টাট্টু ঘোড়া নড়ে না।</p>	<p>ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে। ধান নাই পান নাই এবার হবে কি, আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।</p>
<p>ধানের আঁটি কাজল মাটি, বসতে দিলাম শীতল পাটি, শীতলপাটি নকশি আঁকা, বুবুর হাতে তালের পাখা। তালের পাখা দখনে বাও, আমার বাড়ি কুসুমগাঁও।</p>	<p>আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মউ এতো ডাকি মাসি পিসি কয় না কথা বউ। বউ চেয়েছে টিকলি-খাড়ু আর চেয়েছে মল সকাল থেকে খায়নি কিছু ঝরছে চোখের জল। আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম নিলো চোরে, গোপ্মা করে বউ পালালো উনিশ তারিখ ভোরে।</p>
<p>চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে।</p>	<p>খোকা যাবে বিয়ে করতে সঙ্গে যাবে কে ঘরে আছে হলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।</p>
<p>ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এস খাট নাই, পালং নাই, চোখ পেতে বস। বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও খুকুর চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও।</p>	<p>হাটটি মাটিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুটো শিং তারা হাটটি মাটিম টিম</p>

কবি পরিচিতি

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** : জন্ম- ১৮৬১ সালের ৭মে (২৫শে বৈশাখ- ১২৬৮ বাংলা) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। তিনি মাত্র সতের বৎসর বয়সে বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু পড়া শেষ করতে পারেন নি। এশিয়া মহাদেশের প্রথম এবং বাংলা ভাষায় একমাত্র ব্যক্তি যিনি সাহিত্যের উপর নোবেল পুরস্কার পান। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁরই রচনা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার ও নাট্যকার। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। ১৯৪১ সালে ৭ আগস্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বাংলা) ৮০ বৎসর বয়সে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।
- **কাজী নজরুল ইসলাম** : জন্ম- ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। বহু বিচিত্র তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, রঙ্গটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। বৃটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কবিতা, গান, নাটক সবকিছুতেই অন্যায, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং দেশপ্রেমের প্রমাণ পাওয়া যায়। একারণে তাকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তিনি ১৯৭৬ সালে ২৯শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।
- **জসীমউদ্দীন** : জন্ম-১৯০৩ সালের ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুরে। ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর কবি প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় তাঁর ‘কবর’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ‘নকশি কাঁথার মাঠ’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতায় গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ও কৃষকের কথা বেশি থাকতো এবং ভাষা থাকতো সহজ সরল। এ কারণে তাঁকে পল্লীকবি বলা হতো। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনেক। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক লোক- সংগীত সংগ্রহ করেছেন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- **ফররুখ আহমদ** : জন্ম- ১৮১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝ-আইল গ্রামে। তাঁর কর্মজীবনে বেশিরভাগ সময় কেটেছে ঢাকা বেতারে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘সাত সাগরের মাঝি’। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি ‘পাখির বাসা’, ‘নতুন লেখা’ ‘হরফের ছড়া’ এবং ‘ছড়ার আসর’ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার ও মরণোত্তর একুশে পদক পেয়েছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে ১৯শে অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।
- **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** : বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দের যাদুকর হিসাবে পরিচিত। তাঁর সমস্ত কবিতায় ছন্দের খেলার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা ছাড়াও তিনি আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি পবিত্র কোরআনের বাণীকে অনুবাদ করে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। অনেক উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ রচনা করলেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবি হিসেবেই পরিচিত। তাঁর ১৫টি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। শিশুদের জন্য তাঁর লেখা কবিতাগুলো নিয়ে শিশু কবিতা নামে কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে।

- **সুফিয়া কামাল :** জন্ম- ১৯১১ সালের ২০শে জুন। তিনি বরিশাল জেলার সায়েন্সডাবাদ গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার মোটেও সুযোগ ছিল না। তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ছোটবেলা থেকেই কবিতা চর্চা শুরু করেন। কিছুকাল কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং সমাজসেবা ও নারীকল্যাণ মূলক নানা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা সহজ, ভাষা সুললিত ও ছন্দ ব্যঞ্জনাময়। কবি সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো- সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, মন ও জীবন, উদাত্ত পৃথিবী, মৃত্তিকার দ্বাণ, প্রশঙ্গিড় ও প্রার্থনা, মোর যাদুদের সমাধি পরে। তাঁর গল্পগ্রন্থ- কেয়ার কাঁটা, স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ একাত্তরের ডায়েরী এবং শিশুদের জন্য বই ‘ইতল বিতল’, ‘নওল কিশোরের দরবারে’ এবং ভ্রমণ কাহিনী- ‘সোভিয়েতের দিনগুলো’।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর কবি প্রতিভার জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেসব হলো- বাংলা একাডেমী পুরস্কার, মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পুরস্কার, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

- **শামসুর রাহমান :** জন্ম- ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে অক্টোবর পুরনো ঢাকার মাহতটুলিতে। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার পাহাড়তলী গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। ‘এলাটিং বেলাটিং’, ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেব’, ‘স্মৃতির শহর ঢাকা’ ইত্যাদি। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

